পাঠ্যপুস্তকের অভাব

দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র বাইশ জন। তাহাও শুধু নাম সই করিতে পারে এমন লোকদের ধরিয়া। শিক্ষায় এই অনগ্রসর দেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটের অন্ত নাই। ভর্তি সমস্যা, পাঠ্যপুস্তকের অভাব, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাসহ নানা সমস্যা শিক্ষা জীবনকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করিতেছে। স্কুলের শিশু শ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে পর্যন্ত ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কী ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিবেদনের মধ্যেই পরিস্ফুট। আমরা বুঝিতে পারি না শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব সমস্যার পাহাড় জমাইয়া রাখিয়া কিভাবে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যাইবে? শিক্ষাক্ষেত্রে এভাবে সমস্যার পর সমস্যা পুঞ্জীভূত হইলেও তাহা নিরসনের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। এদিকে এই সমস্যা জর্জরিত শিক্ষা ব্যবস্থা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রসারের উচ্চকিত ঘোষণা কিছু কম শোনা যায় না। আমরা মনে করি, দেশে সত্যিকার অর্থে শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে ভর্তি সমস্যা, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করিতে হইবে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায়, বইয়ের অভাবে ঝিনাইদহ-শৈলকুপা অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। সরকার শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে চলতি শিক্ষা বছরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং ৫ম শ্রেণীর জন্য অর্ধেক মূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শৈলকুপা অঞ্চলের ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এখন পর্যন্ত কোনো বই পায় নাই। এদিকে বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মারাত্মক ক্ষতি হইতেছে। এই অবস্থা কেবল শৈলকুপা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্য বহু অঞ্চলেও বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের এভাবে সমস্যায় পড়িতে হইতেছে। পাঠ্যবইয়ের অভাবে রাজধানী ঢাকা নগরীতেও ছাত্র-ছাত্রীদের নানা অসুবিধার কথা শোনা যায়। কয়েকটি শ্রেণীর অংক বই এখনো বাজারে পাওয়া যায় না। কবে পাওয়া যাইবে তাহাও বলা কঠিন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এসব সমস্যা নূতন নয়। প্রতি বছরই শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি ও পাঠ্যপুস্তকের সমস্যায় শিক্ষার্থীদের এভাবে পীড়িত হইতে হয়। ইহা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যেমন শিক্ষা জীবনের শুরুতে অনেক ক্ষেত্রে হতাশ ও দিশাহারা করিয়া তোলে তেমনি শিক্ষার প্রসারকেও করে ব্যাহত। যে নূতন উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া তরুণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন শুরু করে এইসব সমস্যার মুখে তাহাতে ভাটা পড়া স্বাভাবিক। শিক্ষা জীবনের এইসব সংকট দূর করার জন্য তাই অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের যাহাতে পাঠ্যবইয়ের অভাবে এরূপ দুর্ভোগ পোহাইতে না হয় আশাকরি কর্তৃপক্ষ সেদিকে একবার দৃষ্টি দিবেন।